১৮৩৫ - সম্বাদ পূর্ণচন্দ্র (মাসিক) (৭৩ বর্ষ ব্যাপী সাপ্তাহীক ও দৌনিক রূপে) - হেরম্ব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

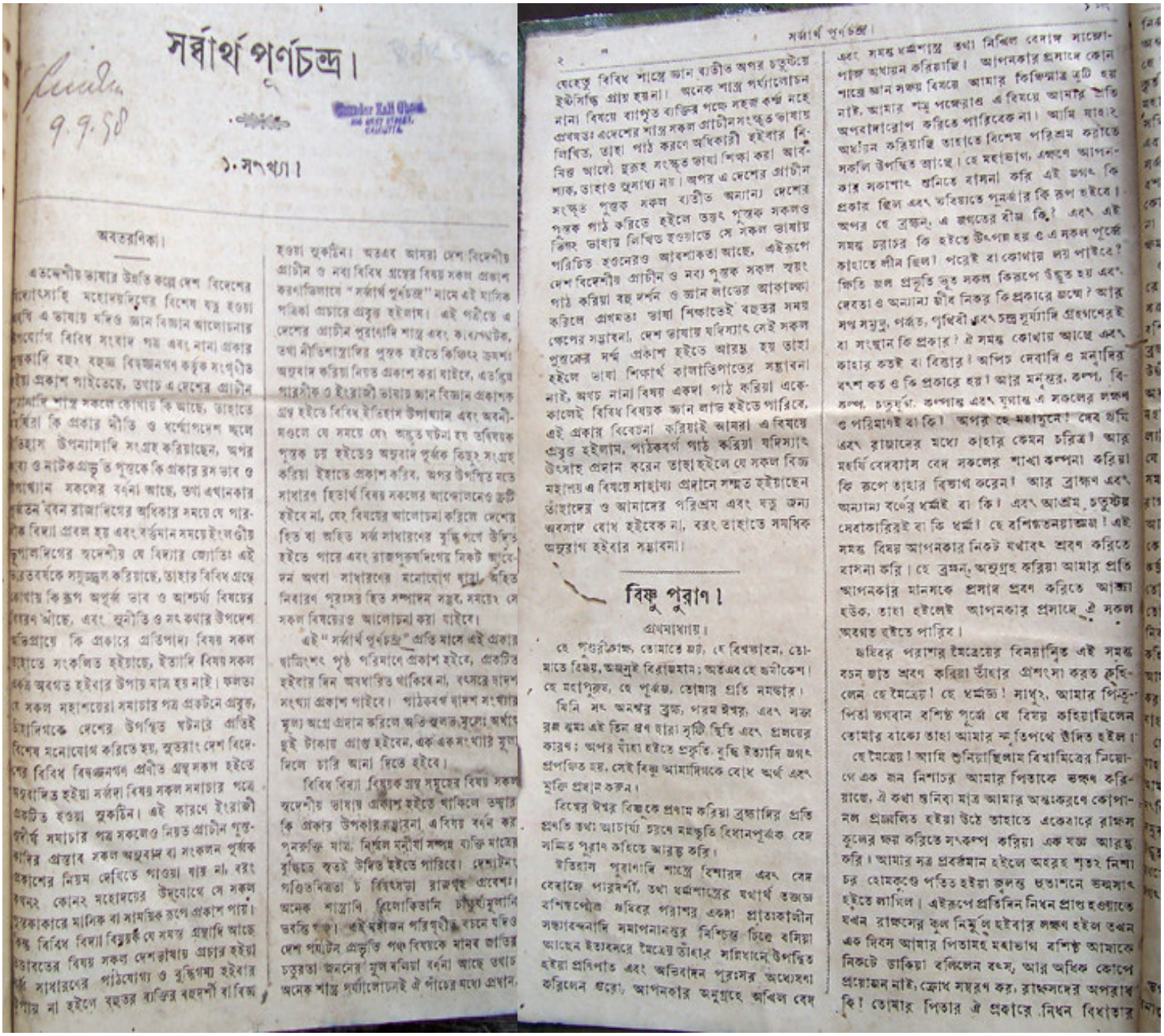

সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র।

১ সংখ্যা।

অবতরণিকা।

এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতি করণ দেশ বিদেশের বিদ্যোৎসাহি মহোদয়দিগের বিশেষ যত্ন হওয়া বুঝি এ ভাষায় যদিও জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার উপযোগি বিবিধ সংবাদ পত্র এবং নানা প্রকার পুস্তকাদি বহুং বহুজ্ঞ বিজ্ঞজনগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তথাচ এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র সকলে কোথায় কি আছে, তাহাতে ঋষিরা কি প্রকার নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ স্থলে ইতিহাস উপন্যাসাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, অপর কাব্য ও নাটকগ্রন্থাদি পুস্তকে কি প্রকার রস ভাব ও উপাখ্যান সকলের বর্ণনা আছে, তথা এখানকার পূর্ব্বতন রাজা রাজাদিগের অধিকার সময়ে যে পারসীক বিদ্যা প্রবল হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডীয় মহাপ্রাজ্ঞদিগের স্বদেশীয় যে বিদ্যার জ্যোতি এই ভারতবর্ষকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে, তাহার বিবিধ গ্রন্থে কোথায় কিরূপ অপূর্ব্ব ভাব ও আশ্চর্য্য বিষয়ের বর্ণন আছে, এবং নীতি ও সৎ কথার উপদেশ কিপ্রকারে প্রতিপাদ্য বিষয় সকল তাহাতে সংকলিত হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় সকল এককালে অবগত হইবার উপায় মাত্র হয় নাই। ফলতঃ যে সকল মহাশয়েরা সমাচার পত্র প্রকটনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে দেশের উপস্থিত ঘটনার প্রতিই বিশেষ মনোযোগ করিতে হয়, সুতরাং দেশ বিদেশস্থ বিবিধ বিজ্ঞজনগণ প্রণীত গ্রন্থ সকল হইতে অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বদা বিষয় সকল সমাচার পত্রে প্রকটিত হওয়া সুকঠিন। এই কারণে ইংরাজী প্রভৃতি দীর্ঘ সমাচার পত্র সকলেও নিয়ত প্রাচীন পুস্তকাদির প্রস্তাব সকল অনুবাদ বা সংকলন পূর্ব্বক প্রকাশের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং কখন২ কোন২ মহোদয়ের উদ্যোগে সে সকল ক্ষুদ্রাকারে মাসিক বা সাময়িক রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থাদি আছে এতদ্দেশীয় বিষয় সকল দেশভাষায় প্রচার হইয়া ভারতবর্ষের সাধারণের পাঠযোগ্য ও বুদ্ধিগম্য হইবার উপায় না হইলে বহুতর ব্যক্তির বহুদর্শী বা বিজ্ঞ হওয়া সুকঠিন। অতএব আমরা দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রন্থের বিষয় সকল প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে "সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" নামে এই মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রীতে এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র এবং কাব্যনাটক, তথা নীতিশাস্ত্রাদির পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ২ ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে, এতদ্ভিন্ন পারসীক ও ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ হইতে বিবিধ ইতিহাস উপাখ্যান এবং অবনীমণ্ডলে যে সময়ে যে২ অদ্ভুত ঘটনা হয় তদ্বিষয়ক পুস্তক চয় হইতেও অনুবাদ পূর্ব্বক কিছু২ সংগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিব, অপর উপস্থিত মতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের আন্দোলনেও ত্রুটি হইবে না, যেং বিষয়ের আলোচনা করিলে দেশের হিত বা অহিত সর্ব্ব সাধারণের বুদ্ধিগম্যে উদিত হইতে পারে এবং রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন অথবা সাধারণের মনোযোগ দ্বারা অহিত নিবারণ পূরাসর হিত সম্পাদন সম্ভব, সময়ে২ সে সকল বিষয়েরও আলোচনা করা যাইবে।

এই "সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" প্রতি মাসে এই প্রকার দ্বাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ পরিমাণে প্রকাশ হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না, বৎসরে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশ পাইবে। পাঠকবর্গ দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য অগ্রে প্রদান করিলে অতিস্থলভ মূল্যে অর্থাৎ দুই টাকায় প্রাপ্ত হইবেন, এক২ সংখ্যাই মূল্য বিলে চারি আনা দিতে হইবে।

বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ সমূহের বিষয় সকল স্বদেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইতে থাকিলে তদ্দ্বারা কি প্রকার উপকারোন্নতি হইবে, এ বিষয় বর্ণন করা পুনরুক্তি মাত্র, বিমল মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রের বুদ্ধিতে স্বতই উদিত হইতে পারিবে। দেশীয়ের পণ্ডিতদিগের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যারম্ভ অবধি অনেক শাস্ত্রাদি শ্লোকাদি চূড়ান্ত সমাপ্তি ভবদ্ভি পর্য্যন্ত। এই মহাজন পরিগৃহীত বচনে যদিও দেশ পর্য্যটন প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়কে মানব জাতির চতুরতা জননের মূল বলিয়া বর্ণনা আছে তথাচ অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচনেই ঐ পাঁচের মধ্যে প্রধান,

যেহেতু বিবিধ শাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতীত অপর চতুষ্টয়ে ইষ্টসিদ্ধি প্রায় হয়না। অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচন নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পক্ষে সহজ কর্ম্ম নহে প্রথমতঃ এদেশের শাস্ত্র সকল প্রাচীনসংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহা পাঠ করণে অধিকারী হইবার নিমিত্ত আগে সুজ্ঞ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহাও সুসাধ্য নয়। অপর এ দেশের প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল ব্যতীত অন্যান্য দেশের পুস্তক পাঠ করিতে হইলে তত্তৎ পুস্তক সকলও তত্তৎ ভাষায় লিখিত হওয়াতে সে সকল ভাষায় পরিচিত হওনেরও আবশ্যকতা আছে, এইরূপে দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য পুস্তক সকল স্বয়ং পাঠ করিয়া বহু দর্শন ও জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে প্রথমতঃ ভাষা শিক্ষাতেই বহুতর সময় ক্ষেপের সম্ভাবনা, দেশ ভাষায় যদিস্যাৎ সেই সকল পুস্তকের সর্ব্ব প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে ভাষা শিক্ষার্থ কালাতিপাতের সম্ভাবনা নাই, অথচ নানা বিষয় একত্র পাঠ করিয়া একেকালেই বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়াই আমরা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া যদিস্যাৎ উৎসাহ প্রদান করেন তাহা হইলে যে সকল বিজ্ঞ মহাশয় এ বিষয়ে সাহায্য প্রদানে সম্মত হইয়াছেন তাঁহাদের ও আমাদের পরিশ্রম এবং যত্ন জন্য অবসাদ বোধ হইবেক না, বরং তাহাতে সমধিক অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা।

বিষ্ণু পুরাণ।

প্রথমাধ্যায়।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমাকে নমঃ, হে বিশ্বভাবন, তোমাতে বিশ্ব, অতএব হে জগন্নিবাসাত্মন; অতএব হে জগীকেশ। হে মহাপুরুষ, হে পূর্ব্বজ, তোমার প্রতি নমস্কার।

যিনি সৎ অনশ্বর ব্রহ্ম, পরম ঈশ্বর, এবং সত্ত্ব রজ তমঃ এই তিন গুণ দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ; অপর যাঁহা হইতে প্রকৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদি জগৎ প্রপঞ্চিত হয়, সেই বিষ্ণু আমাদিগকে বোধ অর্থ এবং মুক্তি প্রদান করুন।

বিশ্বের ঈশ্বর বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মাদির প্রতি প্রণতি তথা আচার্য্য চরণে নমস্কৃতি বিধানপূর্ব্বক বেদ সম্মিত পুরাণ কহিতে আরম্ভ করি।

ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্রে বিশারদ এবং বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী, তথা ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বশিষ্ঠপৌত্র ঋষিবর পরাশর একদা প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনানন্তর নিশ্চিন্ত চিত্তে বসিয়া আছেন ইত্যবসরে মৈত্রেয় তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত এবং অভিবাদন পুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন গুরো, আপনকার অনুগ্রহে অখিল বেদ এবং সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তথা নিখিল বেদাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছি। আপনকার প্রসাদে কোন শাস্ত্রে জ্ঞান লক্ষ্য বিষয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হয় নাই, আমার শত্রু পক্ষেরাও এ বিষয়ে আমার ত্রুটি অপবাদারোপ করিতে পারিবেক না। আমি যাহাং অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাতে বিশেষ পরিশ্রম করাতে সকলি উপস্থিত আছে। হে মহাভাগ, এক্ষণে আপনকার সকাশাৎ শুনিতে বাসনা করি এই জগৎ কি প্রকার ছিল এবং অবিষ্যতে পুনর্ব্বার কি রূপ হইবে। অপর হে ব্রহ্মন; এ জগতের বীজ কি? এবং এই সমস্ত চরাচর কি হইতে উৎপন্ন হয় ও এ সকল পুনর্ব্বার কাহাতে লীন হইবে? পরেই বা কোথায় লয় পাইবে? ক্ষিতি জল প্রভৃতি ভূত সকল কিরূপে উদ্ভূত হয় এবং দেবতা ও অন্যান্য জীব নিকর কি প্রকারে জন্মে? আর সপ্ত সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের ই বা সংস্থান কি প্রকার? ঐ সমস্ত কোথায় আছে এবং কাহার কতই বা বিস্তার? অপিচ দেবাদি ও মন্বাদির বংশ কত ও কি প্রকারে হয়? আর মন্বন্তর, কল্প, বিকল্প, চতুর্যুগ, কল্পান্ত এবং যুগান্ত এ সকলের লক্ষণ ও পরিমাণই বা কি? অপর হে মহামুনে! দেব ঋষি এবং রাজাদের মধ্যে কাহার কেমন চরিত্র? আর মহর্ষি বেদব্যাস বেদ সকলের শাখা কল্পনা করিয়া কি রূপে তাহার বিভাগ করেন? আর ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের ধর্ম্মই বা কি? এবং আশ্রম চতুষ্টয় সেবাকারিরই বা কি ধর্ম্ম? হে বশিষ্ঠতনয়াগ্রজ! এই সমস্ত বিষয় আপনকার নিকট যথাবৎ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। হে ব্রহ্মন্, অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি আপনকার মানসকে প্রসাদ প্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক, তাহা হইলেই আপনকার প্রসাদে ঐ সকল অবগত হইতে পারিব।

ঋষিবর পরাশর মৈত্রেয়ের বিনয়ান্বিত এই সমস্ত বচন জাত শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করত কহিলেন হে মৈত্রেয়! হে ধর্ম্মজ্ঞ! সাধু, আমার পিতৃ-পিতা ভগবান বশিষ্ঠ পূর্ব্বে যে বিষয় কহিয়াছিলেন তোমার বাক্যে তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

হে মৈত্রেয়! আমি শুনিয়াছিলাম বিশ্বামিত্রের নিয়োগে এক জন নিশাচর আমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, ঐ কথা শুনিবা মাত্র আমার অন্তঃকরণে কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে তাহাতে একেবারে রাক্ষস কুলের ক্ষয় করিতে সংকল্প করিয়া এক যজ্ঞ আরম্ভ করি। আমার সত্র প্রবর্ত্তমান হইলে অহরহ শতং নিশাচর হোমকুণ্ডে পতিত হইয়া জ্বলন্ত হুতাশনে ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন নিধন প্রাপ্ত হওয়াতে যখন রাক্ষসের কুল নির্ম্মূল হইবার লক্ষণ হইল তখন এক দিবস আমার পিতামহ মহাভাগ বশিষ্ঠ আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন বৎস, আর অধিক কোপে প্রয়োজন নাই, ক্রোধ সম্বরণ কর, রাক্ষসদের অপরাধ কি? তোমার পিতার ঐ প্রকারে নিধন বিধাতার